প্রথম মুদ্রণ : শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
সন্তোষ বেরা
২২, রাজা উডমণ্ড স্ট্রীট্
কলিকাতা-১

মুদ্রাকর :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথের প্রতি : ১

........................, you hug the walls and nobody
takes his hat off to you, O strangely-fated ones !

Baudelaire 'Les Petites Vieilles'

আর সমস্ত কিছুর ভেতর দিয়ে তুমিই কেবল ধ্বনিত ছিলে—
তোমার সক্ষম বীণাখানি ছিল প্রতিমুহূর্তে উদ্ধত, সঙ্গীতময় ;
যার স্পর্শে স্বর্গলোক থেকে ঝরত অমিয়, যা রূপান্তরিত হয়
কখনও অশ্রু কিংবা পাথরে : আর সেই আমাদের 'আনন্দধারা' ।

শুধু শ্রুতি একমাত্র সহায়—আর সব ইন্দ্রিয় হোক তবে রুদ্ধ,
আরও অবিচল হোক নিষ্ঠা সেই তোমার প্রতি—যে তুমি নিখিলকে
শোনালে গান—গান, আমাদের হৃদয়ের আর এক ভালো ক্ষতি ।

ক্রমে সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার ফুটে ওঠো—গভীরে, যেন প্রোথিত গোলাপ,—
কিছুই পায় না তোমার উদ্দেশ—যেন কোন তীব্র স্বাদ আর সুরা দিয়েছে ঢেকে ;
বুঝিবা যা কিছু হারায় তাই থেকে যায় অনাদি, অদিতি ।

এরূপ তোমার চিত্রণ : আমার তর্পণ । দেবতুল্য হে গায়ক—আসন্ন কম্পনে
আমার রাত বিলুপ্ত তোমায়, মানবের অশ্রু যুগে যুগে ক'রে পরিশ্রম
মিশে যেতে তোমার সৈকতে—
যে সাগরের ডানা ভেসে আসে তোমার গান থেকে সে আর এক পৃথিবীতে
জাগে, আমার গলা কর্কশ, বেদনার্ত—তাই তোমাকে করেছে ব্যর্থ ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঃ ২

ভাগ্যই মানি। আহা অদৃষ্টে
ওই যে যুবক ম্লান মুখে
পার্কে বসে ভাবে কী প্রেয়সী
হাতে পেলে নিশ্চিন্তে, উদ্বেগে

বিবিক্ত স্বাদেশিক সংকটে
ইমন কল্যাণ দিকে দিকে !
অথবা বেদবতী প্রেয়সী
তার নির্ভয়ে, ত্রাসে, আবেগে

মুহূর্তের ক্ষিপ্র মুমূর্ষায়
বিধুর—প্রাত্যহিকে দিনের
তুচ্ছতায় রাবীন্দ্রিক ঢঙ্গে

দিন কোথায় ভাঙ্গে উষায় !
ফিরে ফিরে 'প্রথম দিনের
সূর্য' বিপ্রলব্ধ অস্তরাগে।

না লেখা কবিতার প্রতি

শুধু মাধুরীটুকু ছিল ধরা আর সব বিলীন
আকাঙ্খায়, সংঘর্ষে, চুম্বনে, স্পর্শময় নির্মাণের
অন্ধকারে অথবা করুণাময় ঋতুর পিচ্ছল

গহ্বরে কিংবা যেখানে পাথর ফাটায় জীবনের
অসীম তৃষ্ণা, ক্ষুধা, প্রেম, শ্রম, শ্বাস—হও উচ্ছল
অবগাহনে বধীর, অলক্ষ্য, ধ্বনির ইশারা অধীন ;

তবু বাত্যাহত জাহাজ ভরায় নিঃসঙ্গতা, শূন্যতায়
বাঁধা দেবতা, দূত, নক্ষত্র, নিরঞ্জন নীহারিকা—
অসুর বন্ধনে অপস্বয় হৈমন্তী, ছন্দ, মিল ছড়ায়
প্রবক্তা, পুণ্য, গান, মদিরা, ব্যাধির বীজ, লিপিকা।

অবশেষে ফিরে আসে প্রক্ষোভ, অনুধ্যান—না লেখা
কবিতা খুঁজে পায় অনন্ত রাত্রির দ্বার, সজ্ঞান—
মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়া, সৌর-অনুরঞ্জিকা
লিখে নেবে যা তোমার স্তব, বসন্ত, উদ্ধার, গান।

উত্তরাধিকার

দায় নেই, দায়িত্বও বুঝি
অশেষ—তবু চন্দ্রাপীড় বুকে
একা রাত জেগে শান্তি খুঁজি।
মহাশ্বেতা মেঘে, সায়াহ্নিকে

সূর্যাস্তে দেখি নন্দন-শিল্প
অথবা প্রাণেরই আদিরূপ,
মমতায় আঁকা রূপকল্প—
সবই দেখি নিখুঁত, অপরূপ।

নিস্বার্থ এই ক্ষয়ে যাওয়া,
আজ যে করুণাঘন কাল
সে একই দয়াময়—পাল
তুলে জীবনেরই ধাওয়া

মিছে, আমাদের এ বিকার—
এ মন, এই উত্তরাধিকার।

নব বিবাহিতা তরুণীকে

লুণ্ঠনে আনো তাকে—মৌলিক রাত্রির গূঢ় গহ্বরে
যেমন শিবা, শ্বাপদ ঘোরে দুঃস্বপ্নে, হিংস্র বিকারে
আর কচিৎ, দৈবাৎ পায় যদি পালকের বিভাবরী
স্বপ্নে, সাধে, হৃৎপিণ্ডে ভরে যায় হননের গাগরী।

দাও তাকে প্রদাহ, তাপ, শ্রম, নির্যাস, ক্ষুধা, মুক্তি
কারণ সে মেয়ে জানে সে যা তা শুধু এক রতি
ঠোঁটে ধরে রাখা—যেমন মৃণাল, পদ্ম, চন্দন, ঝংকার
আর মাটিতে পড়ে গেলে সমানুকম্পে জাগাবে সংসার।

হাতের মুঠোয় এনে প্রসারিত করো তাকে ছাখো
সে কত বিশাল, মহান—এ বিশ্ব সে, এ চরাচর,
কামনার বিশাল আঁধার ছেঁকে তোলে কোটি বুদ্ধ।

তাহ'লে এখনও যা বাকি হোক নির্মোক আরব্ধ
বৃষ্টির সজলতা, রাত্রির নির্ভার উপত্যকা, মৎসর,
শৃঙ্গার, চুম্বন, রমণ—কিছুই বাকী থাকে নাকো

যদি—আর দাও কঠিন অজ্ঞানতার অন্ধকার
যাতে সে বোঝে এ পৃথিবী নয় শুধু জজ্ঞার বিস্তার।

প্রেমের কবিতা

I simply beg for your body,
As Christans beg
'Give us this day
Our daily bread,'

Mayakousky

তোমার ক্ষমতার দানে সজীব হ'লো সঙ্গীত,
বধীর হ'লো কান, চোখ দৃষ্টিহীন—হাত দিয়ে যদি
নাগাল না পাই বাড়িয়ে দেব হৃদয়,
আত্মসমর্পণে থাকে যদি দ্বিধা ভেঙ্গে দেব জানু
তুমিত সবার উচ্চে, সবচেয়ে মৌলিক আনন্দময়
খিন্নকালের সীমান্তপারে প্রত্যাশিত বেদনার
অন্তর্লীন ঋতুর পল্লব দলে
ধীরে নামিয়ে কোমল পাখা, চির প্রতীক্ষায়, চিরহরিৎ,
অপচিত, বিস্মিত হে দেহলতা।
মেঘে আচ্ছন্ন—কখনো নির্মল সেই শব্দহীন ভূদৃশ্যের
অগাধ বিস্তার,
নাকি অফুরন্তভাবে মৃত যারা অন্তঃপুরে
প্রায় বিহ্বল, দরজায় উপনীত—অনুভূত হবে যখন
সেই সূক্ষ্ম বেদনা
রাত্রিকে ফেরাও তোমার বর্তুল ভারসাম্যে !
চেষ্টা করি পৌঁছতে তোমার মধ্যে,
শোণিতের শিরায় শিরায়—মৃদুভাবে, আহা অতি মৃদুভাবে
যেমন শুষ্ক নদী বৈশাখের অন্তরে।
প্রেমেরত আমরা ! হে স্মরণাতীত কাল
কদাচিৎ হেসেছ এমন—
তবু তোমাকেই ভাঙ্গি, ধ্বংস করি—
ফিরে পাই তোমাকেই বার বার।

এরায়েন

(গ্রীস-দেশীয় গায়ক। কথিত আছে সিসিলি থেকে একবার অগাধ ধনরত্ন নিয়ে তিনি করিন্থ ফিরছিলেন নৌকো যোগে। মাঝিরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করলে তিনি জলে ঝাঁপ দেন এবং তাঁর গানে মুগ্ধ একটি শুশুক পিঠে নিয়ে তাঁকে তীরে পৌঁছিয়ে দেয়। শেক্সপীয়ারের 'Twelfth night' নাটকে এই নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়।)

এমনি ছিল তাঁর মত্ত অভিযান।
আর গায়কের গানগুলি উদ্বেগহীন, সংরক্ষিত শুয়েছিল
তাঁর মাধুরীলিপ্ত ঝাপসা চোখের পাতার তলে।
সে ঘুমন্তপ্রায়, প্রাগৈতিহাসিক—তবু স্বপ্ন ভাখে
অন্তঃপাতী তন্তুজালে বেয়ে ওঠে উতরোল উৎসে
সেই অনাদি মৌনে যার শিকড়ে শিকড়ে নির্ভীক পরাজয়,
গহ্বরে গহ্বরে জীবন ও জন্ম যা এখনই অতিক্রান্ত—
কোন লঘু পক্ষ দেবদূতের লুব্ধ উচ্ছ্বাস
যা ভগ্ন পর্বতের মহারণ্যে নিহিত, তাত্ত্বিক।
তবু বিস্মিত আতঙ্কে এই প্রথম তাকালে সে—
ভয়, কিন্তু প্রেম অন্তঃপুরে—গানও,
ধীরে ধীরে ঈষৎ হরিৎ রঙ্গ মিশে যেতে লাগল
তাঁর সুস্বনিত জিহ্বায়, ঠোঁটে, মুখে, চোখে—
দ্রব হ'লো শ্রুতি আর একটি সুরও তুলল না বিক্ষোভ।
কে তাদের ফেরাবে? সম্মুখে অফুরান আবির্ভাব—যেন
অগাধ সরবরাহ; চেনে তারা, হাসে, চোখ টেপে—
কারণ আত্মজয়ী জ্ঞান: এ পর্যন্ত এদের অধিকার
কিন্তু ছিল না তাদের মুখে স্বর্গীয় উচ্চারণ।

প্রথমে গান এলো তাঁর মনে তারপর দুর্দান্ত চাঞ্চল্যের
অভিঘাতে সেই মৃদু স্পর্শ পরস্পরে জানালো মিনতি,
লজ্জা কিংবা অনির্বচনীয়ের সংকেতে তাঁর জীর্ণ মুখ
খোঁজে আশ্রয়, নিখিল বিশ্ব দ্যাখে
অস্তিত্বমান বৃক্ষ, শিবির, শ্মশান, ক্ষেত্র, বাসভূমি—
কিন্তু সে যেন পলকা সুতোয় বাঁধা ঘুড়ির মতো ভাসছে
আর তাঁর চেতনা ছড়িয়ে আছে সঙ্গীতের মহাপ্রবাহে।
আর সেই পুষ্পিত অশ্রুপাত যা গায়কের
নবলব্ধ উজ্জ্বলতায় আরও সুন্দর হ'লো যখন সে অনুনয়ে
হ'লো নতজানু, বিনীত হ'লো আত্মসমর্পণে,
আর নিষ্পলক তাকিয়েছিল তাদের প্রতি—
যারা ছিল তাঁর মৃত্যু দূত, কিন্তু যখন কোন পুণ্যময় প্রত্যাদেশ
এলো না তাঁর নির্বাচনে নেমে পড়ল সে সমুদ্রে—
যা ছিল শোকার্ত। যুগ-যুগান্তর থেকে
ভেসে এলো একটি ঢেউ, আদর্শবান—ভাসিয়ে নিল তাঁকে,
সেই অদৃশ্য উত্থান আরও সুনিশ্চিত হ'লো যখন একটি শুশুক
এলো তাঁর উদ্ধারে যে ছিল তাঁর গানে মুগ্ধ,
কিছুই ক্ষতি হ'লো না তাঁর—কেবল একটি শুশুকই হ'লো অধিকৃত

সহবাস

নিষ্পাপ একটি মেয়ের সঙ্গে শুয়ে ছিলাম কালরাতে, নদীর ধারে।
আকাশের বুকে ঘনিয়ে ওঠা মেঘের মতো
আমরা নিবিড় হচ্ছিলাম পরস্পরের প্রতি—
জীবনের সমস্ত দুঃখ, পরাজয়, অমরতাকে তাচ্ছিল্য ক'রে
আমরা মস্ত একটি আকাঙ্খার গহ্বরে ডুবে যাচ্ছিলাম।

অবরোহণ, আরোহণের ভেতর দিয়ে আমরা কঠিন পরিশ্রমী
ও জেদী হয়ে উঠে ছিলুম,
যতই আমি দু-হাত দিয়ে তোমার নীলিমাকে উজাড় ক'রে
আনতে চেয়েছি,
তুমি ততই মিশে গেছ সমুদ্রে, জলে, আকাশে।

দেহের খাঁজে খাঁজে আঁঠার মতো লেপটে গিয়েছিলুম আমরা
যেমন গাছে লটকানো ঘুড়ি—
না ফুল, না প্রেম, না ঢেউ—কিছুই আমাদের প্রতিরোধ করতে
পারেনি, যতক্ষণ না আক্রমণ, প্রতি আক্রমণে
একেবারে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলুম ডুবো নৌকোর মতো।

তোমার অনায়াস বাহুর বিস্তার, উরুর সঘনতা, দেহের ভাস্কর্য ছেনে
আমি যখন আঁকতে চেয়েছি একটি নিরাবয়ব শিশুর প্রতিমূর্তি
তখন ব্যাপ্ত আঁধারে এপারে কী ভাঙ্গে! কারা ভাঙ্গে!
নদীর পাড় ভাঙ্গে?
যেমন টুকরো টুকরো হয়ে আমরা ভেঙ্গে পড়ছি!

(পাবলো নেরুদার একটি কবিতার ছায়া অবলম্বনে)

সেতার

সব সত্য নয়—স্বপ্ন, অভিলাষ, সঙ্গম, সমাধি,
অনুর্বর ব্যর্থতা ও হৃদয়ের কাঙাল প্রণয়ী
কিছুই কি ফেরাতে পারে ক্ষণিকের অনুৎস্থায়ী
নশ্বরতা থেকে পলাতক, বন্দী যা—তা নিরবধি

মিশে গেছে তোমার সঙ্গমে ? সেই বিপুল সাগর
মাঝে মাঝে হয় উন্মোত্থিত, ক্ষুব্ধ, নম্র, স্বয়ংপ্রভা
যা রাত্রির কল্যাণ ফলকে দূষিত ও মনোলোভা

কিংবা অপ্সরী, কিন্নরী ধীরে জাগিয়ে চরাচর
ছুঁয়ে যায় সুপ্ত তার—কাছে আসে যা ছিল সুদূর,
নিরুদ্দিষ্ট, দূরনিবদ্ধ, ক্ষৌম্য, রমণীয়, মধুর ।

শুধু সেই সব জানে যে পেয়েছে অমৃতের স্বাদ,
আর মৃতেরা অমর নয় ব'লে ব্যর্থ অভিসার—
বিদ্যুৎ-ছোঁয়া বীটোফেন, রবিশঙ্কর হিংসার
অনল ছড়ায় যদিও বা বিশ্ব গনে পরমাদ ।

(জয়প্রকাশ নারায়ণকে মনে রেখে)

I, without light for ever

Rafael Alberti

আমিও জেগে উঠি 'জনতা'র জোয়ারে, চেয়ে দেখি—
নির্বিকার ভোরে প্রথম সূর্যের আলোয় দিগন্তে
বিঁধেছে সঙীন, মাতাল হয়েছে হাওয়া, রাত কি
বৈধব্য মুকুরে দেখে মানবিক স্বপ্ন! আক্রোদিতে

এবারও বুঝি বসন্তে হানে তূণ, যদিও জানি
সৈরিন্ধ্রী সমাজে বুভুক্ষাই নিত্য উপভোগ্য তবু
আমাদের প্রাত্যহিক এই স্বাধীনতা লাভ—মানি
এও অবশ্যম্ভাবী, বেগার্ত সমাজে অনেকেই স্বয়ম্ভু!

যারা ছিল হৃতবাক্‌, দিন-রাত্রিকে বধির ক'রে
যারা কাঁদতো, যারা বেঁধে ছিল ঘর কীর্তিনাশার
তীরে—গভীর আশ্বাসে তারা সব ফিরে গেছে ঘরে?

জননীতি সার্বিক সংগৃহীত রাজনীতির সূত্রে
আমাদের জীবনগুলি চিরকাল এমনি কন্তার
থেকে হঠাৎ লাফিয়ে পড়া ঐহিক কিংবা পরত্রে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিঃ ৩

আর তাঁর কথা আদালা, তিনি জগতের কেন্দ্রবিন্দু
সমস্ত প্রাণী জগতের আশ্রয়স্থল, আর এক প্রকৃতি তাঁর চেতনায়
স্পন্দিত—যাঁর প্রজ্ঞা নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে সব জ্যোতি
তাঁকে ঘিরেই আনন্দিত, মগ্ন অথবা নিঃশেষিত।

আমাদের সেখানে নেই অধিকার। যেহেতু তিনি অত্যন্ত অনুভূতিময়–
জড় বস্তুর স্থিতিবোধ তাঁরই প্রাণময়তায় লঙ্ঘিত ঃ কেবল তিনি—
মাত্র একা, আর সব যা দূরে ছিলো কাছে এলো,
মিলল তারই শঙ্খতে—কালো সমুদ্র ফেটে পড়ল, আর
তারই ভেতর থেকে তিনি জ্যোতিষ্মান দিলেন দেখা।

এভাবে তিনি হলেন নিজেরই দৃষ্টির সাহায্যে বিজয়ী। আর যা তাঁর
দৃষ্টির অগোচর (অর্থাৎ আমাদেব বন্ধন-দশা) কিছুই তাঁকে টানলো না,
তাঁর সমর্থনের বিশাল ভঙ্গিতেই অনুরূপ বিশ্বের সৃষ্টি
যেন মৃত শিশু হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে দুরন্ত সম্ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিঃ ৪

(সুচিত্রা মিত্র ও রাজেশ্বরী দত্তের গান শুনে)

থামো, আমাদের হৃদয়ে উপভোগ্য এই তো সুন্দর রাগিনী—
আর সব শিশু হোক হন্তা, সব রাত্রি নিষ্ফল বিলাস,
কোনখানে তাঁর মৃত্যু ? একটি শিশিরে তবু স্মরণের ছবি,
কে আঁকে তাঁরে ? আমরা পাথরে সাজাই আর সহসা বিজিত তাঁর গানে !

তা হ'লে সে—নৈসর্গিক গানে তৃপ্ত, শ্রবণে তুলে ধরে উত্তরোল বৃক্ষ
যা নয় আমাদের চেনা ; কেন ভাবে 'আজি হতে শত বর্ষ পরে'
তাঁর ঠাঁই শুধু আজ শিকড়ে আর বাসন্তিক শাখার মর্মরে !

নিদাঘ হয়েছে শেষ ! এবার মেঘে মেঘে নির্ঝর, পথিক যাবে না ফিরে—
ফেরাও মুখ, দ্যাখো—গানে গানে ভরেছে আকাশ, চেন কি এ নতুন দুঃখ ?
দৈগন্তিক নীলিমা মননে কি গড়ে তোলে সত্তার শস্য থরে-থরে !

তোমারই এ দান ঃ গায়ন্তিক, গান করো অন্তর্হিত পথে—মেঘের জঙ্গমে—
নিশীথিনী ঘোর, আবিশ্ব চেতনায় ভাঙো, বাজাও তাকে—
জীবন মরণ নিত্য উচ্ছ্বসি গড়ে তোলে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিমা,
তোমার বৃত্ত ঃ আবহমান, আমাদের ডানা কোথায় পায় ছাড়া ?

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঃ ৫

Have you not hear his silent steps?
He comes, comes, ever comes.

Gitanjali

আশা নেই, তাইতো আজও বিপ্রতীপ বাতাসে ঘুরি
বাহিরে ঘরে ভাঙ্গার সময়
নিত্য কি ওরে মানসী কিংবা সোনার তরীর দেবতা
ভর ক'রে মানবিক ভবিষ্যতে চেপে!
বৃথাই মরি খুঁজে,
এই যে নীরবধির নীরবতা কাঁপায় শূন্য
যে কোন কবিকে ক'রে দেহাতীত—
কি ভেবে তিনি সদা পালাই পালাই করেন মর্গে
আলোকে অন্ধকারে যার অভিসার,
দূরত্বময়তার শ্রুতি ঘটেছিল সেখানে—দূরত্বই সত্য,
প্রশস্ত কিংবা ভাষার অতীত।

পরমার্গ ব'লে কিছু নেই মানুষের—ঐহিক কিংবা পরত্র,
দেবতা, গন্ধর্ব আনন্তিক অনির্বচনীয়ে প্রস্ফুটিত,
দেবতা! নাকি গগন ভেড়! সন্ধিহান নৃলোকে।
তারায় তারায় ভেসে যায় আদিম আকাশ
কোথাও আসন্নতার অনুভূতি ভাঙ্গে না ঘুম ঘোর।

আশা নেই, তাইত আজও ঘরে, দূরে নক্ষত্রের অভিযানে
কাদের যাত্রার উৎসব—যদিও মানুষের বড়বেশী
নোঙরের হয়েছে সময়, তবু ভিড় রাত্রির শেষে
সংকীর্ণ আলো ফেলে গেছে যে ছায়াপথ
দেখি, জনতার মিছিল আর এক সূর্যের প্রতীক্ষায়
আর রবীন্দ্রনাথেই শুনি—
He comes, comes, ever comes.

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

Music to hear, why hear'st thou music sadly ?

Shakespeare : Sonnets-8

প্রতীক্ষারও অন্ত নেই।
আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি
যে পৃথ্বী পীড়িত ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুৎ-এরই
বৈভবে সেত আকাশেরই সড়যন্ত্র
সেত প্রকৃতির প্রতিশোধ।
অথচ তোমারই মানবী গলায়
দিন-রাত্রি ব্যাপে রাবীন্দ্রিক সুরে, সঙ্গতে
সমাচ্ছন্ন চেতন-অচেতনে বুঝি তাঁর নিত্য উপস্থিতি।
ঘুম নেই, কী এক নতুন দুঃখে বিপন্ন
পৃথিবীতে দেখি—আকাশও এত কাছে! জীবন-মরণ
প্রতি পলে পলে যে আনন্দে মূর্ছা যায়
সেত আকাশকে, লীনাকে আপন বৃন্তে
বাঁধে, আপন মেলায় পরে—
তোমারই গান শুনি হে।

কি ক'রে বোঝাই ব'লো নিজেকে
নিরন্ন, বুভুক্ষু প্রেমী-সত্তায় মৈত্রী কিংবা রবীন্দ্রনাথের
গান বা দাবী ক'রে!
জানি প্রতি ভোরেই স্নায়ুর উন্মেষ ঘটে উন্মত্ত জিজীবিষায়
প্রেম, শরীর অনড়—বিশুদ্ধ স্ববিরোধ,
আত্মায় নৈরাশ্যে চৈতন্যের শাখায় শাখায়
স্তব্ধতা গড়ি, ভাবি নতুন গান, নতুন কবি
নতুন ভোরের জগত—সম্ভাবনাকে।

অথচ রবীন্দ্রনাথের গান যা দাবী ক'রে
আমাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা ছেড়ে পালাতে পালাতে
দেখি আর এক নতুন পৃথিবী প্রস্তুত—
বিবাহের সব সাজে রাঙ্গা
ক্লান্তি নেই, তোমারই গান শুনি হে।

প্রেমে পড়া মেয়ে

জানালায় কপাট খুলে দে, যা কিছু আছে প্রান্তরে
হোক ভক্ষ্য গ্রহ, শনি, দানব, প্রেত, দেব-যোনির—
ডুবে যা তোরা ঋতু, পুনশ্চ, স্মৃতি, চুম্বন—ধ্বনির
আবেগে অবতীর্ণ সেতার বিপুল বিশ্ব সংসারে।

জীবনের সমষ্টিগত দুঃখে আমার ও অন্তর
খোঁজে চিরন্তন বসন্ত, পূর্ণিমা, মিলন, বাসর
কিন্তু আধেক ইসারায় ডাকি যদি মুহূর্তে ভরে

ওঠে অরণ্য আর আকাশে সীমাহীন হাহাকার ;
গোধুলি হৃদয়ে পূর্ণ হয় স্বচ্ছতার দুর্লভ আঁধার—
তবুও আসন্ন হেমন্তে বনে বনান্তরালে ঝরে

যাবে পাতার অন্তঃসার, বুঝি না তার ভালবাসা
অকূল সমুদ্রে পা দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা
নাবিকের মতো সে কি ভাবে আমার হৃদয় আঁকা-বাঁকা
ঢেউ হয়ে খুঁজে নেবে যা নোঙর, মাস্তুল, কুয়াশা !

জন্মান্তর

টুটিবে মেখলা, খসে যাবে কবরী,
তীব্র পুলকে ঘুচিবে সকল লজ্জা;
তুঙ্গী গ্রহেরা হবে বাসরের প্রহরী
চ্যুত তারাদল বিরচিবে ফুলশয্যা।

সুধীন্দ্রনাথ/উত্তরফাল্গুনী

আমিও জন্মান্তর চাই
নিঃস্বপ্ন ভাবনায়, কূট চৈতন্যে, সামাজিক বন্ধনে
জীবনে—যৌবনে অসহ্য তীর্ণ পুলকে
যদি বা মেঘ ওঠে প্রাকৃত মেঘ, মুখে বৃষ্টির আড়াল—
বাংলার বৃষ্টি, শস্যশ্যামলা বাংলায় কত কবিই না বেঁধেছেন গান
রাবীন্দ্রিক ঢঙ্গে কিংবা রাত সেই পূর্ণিমা নিশি
বেচারা কীটস্ যার ভালোই ক'রে ছিলেন বর্ণনা।
জানালায় তুমি প্রিয়া—কোন বন্য ফুলের গন্ধ
দূর অতীতের মতো, সামনে ফাঁকা মাঠ
যতদূর দৃষ্টি যায় পোড়ো গাছ, ভাঙ্গা বাড়ী, চিমনির আলো,
ট্রাক্টরের শব্দ—আর বায়রণীয় তীব্র মর্ষকামে অধীর
যখন তুমি ঘুঁচে যায় সকল লজ্জা, সজ্জা—
অবিন্যস্ত কবরী থেকে খসে পড়ে কোন গোপন প্রেমিকের চিঠি
দূর গ্রহেরা পলাতক, তন্দ্রালসা, বিবসা হে রাত্রি
সমস্ত শরীর জুড়ে পোড়ায় মাথুর—
চ্যুত তারাদল উঁকি দিয়ে ত্যাখে তোমাকে
পেতে চায় ওই কম্পিত ঠোঁট, স্রস্ত চুল,
করভোরু জঙ্ঘা, মূর্চ্ছাতুর চোখের মায়া আর জন্মান্তর চায়
একটি প্রেমের ভেতর তোমার অমানবিক মৃত্যুর।

একটি কবিতার জন্যে

একটি কবিতার জন্যে শত শত শব্দের মিছিল
শত শত অক্ষর কালো কালো পোকার মতো চলে আসে
কাটাকুটি হয়—
একটি কবিতার জন্যে কবির হৃদয়
রঙীন পর্দার মতো জানালায় ঝুলে থাকে
আকাশ নেমে আসে, তারা ফোটে
পাখির কণ্ঠে জেগে ওঠে গান,
ফুলেদের পায়ের শব্দ শোনা যায়
নদীর ঢেউ ঘরে আসে, বইয়ের পাতা উল্টায়
বিপ্লব বাঁধে, খরা নামে, প্লাবন—
আর রাত শেষে দেবতার মতো চাঁদ
যখন শিশুর রক্তমাখা স্বপ্ন নিয়ে অস্ত যায়
তখন লেখা হয় একটি কবিতা।

শরৎচন্দ্র

(জন্ম শতবার্ষিকী)

অথবা জীবনই রূপ চায় নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে
কিংবা কবিতায়ঃ সমস্যা, সংস্কার, হৃদয়ের
প্রতুল চড়ায় তুমি গড়ো প্রেম, অশ্রু।
রাত্রিকে ভোর ভেবে জেগে দেখি
আশা নিরাশায় সর্বত্রই আছি—
ঠেকে, দেখে, শিখে বাংলা দেশের
শিল্প কিংবা শিল্পীর ধ্যানে
অচল পর্বত ও সচল হয়,
মরুভূমি উদ্‌গীথ উদ্যান, কোকিলের নির্ঝর
দোয়েল কিংবা চাতক পিপাসায় কাতর।

বিকেলে গ্রাম্য রাতে কিংবা ক্ষেতের আড়ালে
আজও নক্ষত্র-প্রহরী ধুয়ে মুছে যেতে দেখে
সম্ভাবনা কিংবা দরদী কথাশিল্পীর নাট্যম্।
ত্রিপদ আমাদের, অন্তরীক্ষে ঘুরি। শ্মশানে—
শবযাত্রী, খুনসুটে তোমার সাহিত্যের শেষ পাঠক হ'লে
জন্ম কিংবা মৃত্যু বার্ষিকী তবু ও নির্বিকার বঙ্গভূমে।
সুখে, দুঃখে কাকে আর ডাকি
কাকে পাই কাছে, সবই বহির্গমনের পথে—
কেবল ত্রিসপ্তক ধ্যানীর মতো একটি নিষ্কর নক্ষত্র
আকাশে জ্যোতির আঁধার বাঁধে অমর শিল্পীর মগ্ন ধ্যানে।

প্রেমের প্রতিবাদে ঃ ১

মুখে ছিল না কথা, চোখে ছিল তারা ভরা সুদূর
আকাশের বেদনা, মাথা নত—
জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা
সামনে বোকার মতো বিরাট নিরেট অন্ধকার
দূর আকাশে প্রগাঢ় আন্তরিকতায়
একটি মুগ্ধ নক্ষত্র ছিল কীসের প্রতীক্ষায় !
চাপ চাপ অন্ধকারে ঝোপের ভেতর কারা সরে যায় ?
দেওয়ালের ওপারে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কারা যেন কথা ব'লে !
বুকের কাছে ঘনিয়ে এসে তুমি ব'লে ছিলে
'যাকে ভালবাসি তাকে ছেড়ে দিতে হবে চিরকাল' !
এমনইত হয়, এমনই যায় আসে—সময়, প্রেম
তারপর প্রেমের কাছ থেকে একদিন নিঃস্ব
হয়ে ফিরে যেতে হয়,
তখন ভাঙ্গচুর স্মৃতিগুলো নিয়ে সে আর এক খেলা !

আজ ভাবি তুমি কতদূরে ?
ভালবাস ! আজও ভালবাস কাউকে ?
ক্লান্ত সন্ধ্যায় বর্ষার দোলা আনে মদির শিহরণ,
রজনীগন্ধার বনে কাদের চলা ফেরা ? কাদের পায়ের শব্দ ?
দেওয়ালের ওপারে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কারা যেন কথা ব'লে !

প্রেমের প্রতিবাদে ঃ ২

তোমার হৃদয়ে প্রেম
আমার চোখ তাই ভরে উঠল জলে।

তোমার দেহে প্রকৃতির উপমা
আমার মনে তাই হেমন্তের বিস্ময়।

তোমার মুখে চাঁদের তুলনা
আমার দেহ তাই কর্কশ, বর্বর।

তোমার জীবনে অনন্ত নক্ষত্রের গৌরব
আমার যৌবনে তাই পরাজয়ের নিবিড় বেদনা।

তুমি প্রেম, প্রকৃতি, চাঁদ ও নক্ষত্র হ'লে
আমি কি হবো তোমার ছায়া? প্রতিদ্বন্দ্বী?

তোমাকে নিবেদিত

তুমি বল মিছে ক্রন্দসীর তারা জ্বালা এই রাত
চৈত্রী সমুদ্রে যদি প্লাবন ডাকে
কার কী বা করার আছে হাত !
অথচ বন্যায় বিপন্ন তুমি, আমি—
একটি ঢেউ এসে ভেঙ্গে যাক তোমার চোখে,
মুখে, চুলের ওজস্বী অন্ধকারে,
মর্মরিত দেহ পাক মর্তের সৌরভ, নক্ষত্রের
দিশা থাক চোখে—স্বেদাক্ত ঠোঁট, পুষ্পিত অশ্রু
অমলিন আর নীলিমা হোক তোমার চেতনা—
তুমি বল যাও এ শুধু তোমার কল্পনা।

অথচ মনে পড়ে, আজও মনে পড়ে—
তুমি দাঁড়াতে পাশে
শূন্য মাঠ, মেঠো পথ, অবাক সন্ধ্যা
আসন্ন নক্ষত্রের যন্ত্রণা আকাশে, বাতাসে
সেকি তোমার রূপের প্রতিমান ! আমার চোখ রাঙাতো
তোমাতে, তোমার চোখে আমি—রাত্রির প্রতিমা
দীপে, শিখায়, বন্দনায়, কৌণিকে স্থায়ী বিভ্রান্ত—
অসমাপ্ত কবিতার বেদনা—কত সুন্দর হোতে সত্তায় !
অন্বয়ী এই প্রেম, এই মন জানি কালচক্রে এও রবে না
তুমি বল যাও এ শুধু তোমার ভাবনা।

অনেক কোরাস

মাঝে মাঝে কিছুই লেখা হয় না,
পড়ে থাকে সাদা কাগজ আর কাগজের শুভ্রতা।

মাঝে মাঝে রাত্রি না ভোর হ'তে হঠাৎ চারিদিক
আলো ক'রে ডেকে ওঠে কাক—
তখন তোমাকে জাগাতে আমার সাহস ক'রে না।

মাঝে মাঝে কোথায় যেন থেমে থাকা ফুলের
গন্ধ ভেসে আসে—
মনে পড়ে অনেকদিন আগে তুমি দিয়ে ছিলে
প্রথম বছরে একগাছা রজনীগন্ধা।

মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে নিজের টুঁটি চেপে
'পেয়ে গেছি' ব'লে হঠাৎ অট্টহাস্যে হেসে উঠি।

মাঝে মাঝে তোমার কাছে কিছুই চাওয়া হয় না
পড়ে থাকে জীবন, আর জীবনের শোভা ভালবাসা।

রাত তিনটের কবিতা

'কিছুই নয় তোমার মতো' বলতে অনেক আশাহত
পাখি উড়ে গেল তোমার চোখের সীমানা পেরিয়ে—
চারিদিক চুপচাপ, কোথাও কিছু নেই—স্পন্দন নেই,
জীবনের গতির চাপে নিঃশব্দ এখন পৃথিবী।
কোথায় অনেক ঢেউ ভেঙ্গে যায়—একা একা ভাঙ্গে—
সারারাত রুপোর আলো জ্বেলে নক্ষত্রেরা জেগে থাকে,
কেন জেগে থাকে ?
তারা সব শোনে ? বোঝে ? তোমার আমার
আর এই রাত্রি ও বেদনার ভার !
তোমার বুকের থেকে নিমেষ নিহত প্রেম
অন্ধকারে বিলীন হয়ে আরও এক নব অন্ধকারে
উজ্জ্বল হ'তে—রূপ ধুয়ে নিতে, চলে যায় মহাপৃথিবীর পথে।

এমন অনেক রাত গেছে—অনেক বেদনা মুছে গেছে
অনেক প্রেম এসেছে—এসে চলে গেছে
অনেক তৃষ্ণা জেগেছে হৃদয়ে—জেগে জ্বালিয়ে গেছে
তোমার এই শরীর, রাত্রি আর শিশিরের জল সব দিয়েছে ঢেকে।
কোথায় অনেক ঢেউ নদী হয়ে মিশে যায় সমুদ্রে
অনেক স্বপ্ন লীন হয়ে থাকে ঘুমের ভেতরে,
তারার মুকুট থেকে রুপোর কাঁটাটি খুলে তোমার চুলের
ভেতর গেঁথে দিয়ে বলি 'কিছুই নয় তোমার মতো,
তুমি অনন্যা' বলতে অনেক আশাহত
পাখি উড়ে গেল তোমার চোখের সীমানা পেরিয়ে।

পঁচিশে বৈশাখ ঃ ১

শুধু অপেক্ষাই অক্ষয়, শ্রেষ্ঠ, বলীয়ান—মননে
দুর্নিরীক্ষ্য হতাশা, মানবিক ও জৈবিক কল্যাণে
মহামানবের আবির্ভাব প্রত্যহই দুর্মর বাংলায়।

জীবনের পিছে ঘুরে ঘুরে বেঁচে থাকা দুরাশায়
তবু কেন যে পঁচিশে বৈশাখে বিপুলা ধরণীতে
তাঁর নামের মাহাত্ম্য যে এক মানুষ পঞ্চভূতে,

দেখায়—প্রকৃতিই গরীয়ান, অফুরান, অনন্য
আর তিনি নিজে সেই 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে' ধরা
পড়ে গেছেন জেনে গভীর বিষাদে ভাঙেন অরণ্য
যদিও তখন মৃত্যু শিয়রে উন্নীত, মৃদু স্পর্শভরা

চেতনা ছুঁয়ে আছে জীর্ণ দেহ—যেমন মরে আসা
ঝরণা নিঃশেষিত, হতশ্রী, আবিলতা মেঘময়—
অথচ নাছোড়বান্দা পঁচিশে বৈশাখ স্রোতে ভাসা
মানবে দেখায় জীবন অপরূপ সঙ্গীতময়।

পঁচিশে বৈশাখ : ২

নিঃসঙ্গতা মানো, হে হৃদয়—জানি
বন্দনামুখর তোমার ঋজুতা,
ওঠো ঊর্দ্ধে—নাক্ষত্রিক ভাস্বরতা
যে পর্যন্ত ব্যাপ্ত, অনন্তের বাণী

তাও মিছে নয় যেমন জানেন
তিনি, তাই গানে সৃষ্টির চরম
উদ্বেগ, দিকে-দিগন্তে নিরুপম—
আবর্তে অজস্র রবীন্দ্র আসেন

পঁচিশে বৈশাখে—গ্রামে ও নগরে,
সভায়, বক্তৃতায়, গানে অন্তরে
নিরন্তর। তবু বিপরীতে সেই

নিঃসঙ্গতা, ভাবি কবে যে মিলাবে
সেই সুরে সাবেকী জীবন, নভে
নীলে হেমন্তিকা অভিরাম তাই।

পঁচিশে বৈশাখঃ ৩

আহা সচিত্রিত বিজ্ঞাপনে প্রবুদ্ধ স্বাদেশিক শীৎকার!
প্রজ্ঞায়, প্রজননে, প্রাতিস্বিক বৈভবে বাহিরে অন্তরে
মিল দেখি—অথবা মিল চায় ওরা যেন প্রাজক, পৃত্মনা
প্রাণারাম সংসারে, সংঘাতে, অত্যুক্ত জীবনান্তরে।

তোমাকে আজ দূরে রাখি : যেন বা দূত, প্রাঘুণিক—
যৌবন বিষম কাল, আহা রূপে, রঙ্গে, রসে স্বদেশ রভসে,
ভাবি থেকে কোথা পালাই সমাহিত সেই সমসমাজে
যেখানে তোমাকে পাই নিরুপাক্ষ্য, নির্মৎসর সম্ভাষে।

এই ক্ষুদ্র দিনিকা, জীবিকা আর জৈবাতৃক সন্ধানে প্রায়িব
সমস্যা দারুন নাথ—নির্বিঘ্ন দিন, রাত্রি স্বাধীন শুধু—
পীড়নে, মিলনে, হিয়ায় হিয়ায় লাখো লাখো যুগ স্তম্ভিত।
ভুল শুধু ভালোবাসা, মৈত্রী শিলীমুখ, অনেক অশ্রুর পারে

তুমি—প্রমাথী, দাবী শুধু পৃষ্ঠা, হে পাবক সমীরিত
জীবন অর্ণব কত সাধ্যে খুঁজে ফেরে নিরুদ্দিষ্ট তীর!

চিল

মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা শুধু স্রোতস্বল দৃষ্টির অভিমুখে
কিছুই ছুঁয়ে না আর, কেবল শূন্যে অনুভূত হ'লো এক কম্পন।

গতিশীল পাখার, সঞ্চার ফিরে যায় হৃদয়ের উতরোল উৎসে—
শুধু আনন্দ সেই ওড়া, কিংবা দূর আকাশের সঙ্গ লাভ,
ঠিক যেন চিত্রার্পিত—কখন নেমে আসে
এখানে ভুলে অথবা তার শিকারটিই যেন ডেকে আনে।

মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে যায় আকাশ সীমানা, এলোমেলো বাতাসের
পূর্ণ গ্রাসে ছেঁড়া ঘুড়ির মতো,
এলোমেলো—শুধু হৃদয়ের সব ক'টি পাখা ঝরে, ঘোরে
আর মাঝে মাঝে যখন দু'একটা দৃশ্য চোখে পড়ে
তখনই সে তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে ওঠে সুদূর অন্তরীক্ষে,
শুধু নিজেকে একটু সচেতন ক'রে নেওয়া—তারপর উড়ে যায়।

বয়স্কা অধ্যাপিকার প্রতি

বাদামী রঙের সেই মহিলা—সারাদিন নিজেকে বাঁচিয়ে চলে—আর কাউকে ?
ধূসর ঠোঁট, ক্লান্তি-মলিন কপোল—মৃদু, মন্দ হয়ে এসেছে পদক্ষেপে ;
তার সমস্ত মুখের পত্রালি কেড়ে নিল পথ, আর সে কি নিয়ে বাঁচে ?
তবু তার শরীরে কী এক গতির চিহ্ন ! অলৌকিক উল্কিতে ভরে ওঠে কটিদেশ,
জঙ্ঘা কেটে চট্‌পট্‌ নেমে পড়ে ঋতুরা রাস্তায়—সবই এই ভীষণ দুপুরে !

বাদামী রঙের সেই মহিলা—প্রাত্যহিক মাঠ, ঘাট ভেঙ্গে মহিলারই
মতো হেঁটে যায় ।
আমি তার দু'টি চোখ ছুঁতেও পারি না—বেদনা ! অশ্রু ! নাকি ভালোবাসা !
আর যে আছে তার অন্তরালে মাধুরীর মতো কোমল, নির্ভার
মহিলার পরিশ্রম, ত্যাগ—সকল মহিলাকে দিয়েছে সে মর্যাদা ।

সেই মহিলা—সারা রাত নগ্ন হয়ে আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে রয়—
মাতা ! প্রেমিকা ! গণিকা ! তখন সব শিশুরা এসে চুমু খেয়ে যায়, তাকে গভীর
শান্তি দেয় । তার মসৃণ উরু যা প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সব কোমল শিশুদের—
তার ঈষৎ নম্র স্তন যা চমৎকার উপাধান শিশুদের—তার গর্ভাশয় যা
সক্ষম সন্তান ধারণে—মাঝে মাঝে ডুবে যায় চাঁদের আড়ালে ।
খুব রাতে চিৎকার ক'রে ওঠে সে—'কে ওখানে ? কারা ওখানে' ?
শুধু হাওয়া আর ঘুম ভরে দেয় তার ক্রন্দন !

বাদামী রঙের সেই মহিলা—যখন সে কথা ব'লে সব শয়তানেরা
হেসে ওঠে, আর তারই সংরক্ত আড়াল থেকে আর কেউ ?

প্রেম নিভিয়ে দাও, প্রিয়

Is there no way for men to be, but women
Must be half-workers ?

Shakespeare "Cymbeline"

সেই ভালো—এই বিচ্ছেদ, নিরপেক্ষ ভাবনা,
অসম্বন্ধ সংসর্গ, আঘাত, প্রত্যাঘাত,
অভিমান কিংবা রূঢ় সম্ভাষণ, মিথ্যা-রটনা,
অশ্রু-প্রণতি, অনুনয়, নিত্য সংঘাত—
অদ্বৈতে অধৃষ্য সংগ্রামে কোন স্নিগ্ধ চক্ষু হ'লে খুন
প্রেমের ভেক ধরে কোন মূঢ় প্রাণ
ব'লে—অয়ি মুগ্ধে, বিভাবরী ভরে থাক এই গান,
এই পূণ্য নাম, এই বিভেদী শেমুষী ভ্রূণ ?

তুমি সুশ্রী অথচ উভয়ের একই প্রকৃতি—
বন, উপবন, চোরাগলি কিংবা মেঘজীবি, দেশজীবি, স্মৃতির
ছিন্ন-মস্তা তোমার শিল্পায়নে, সংগঠণে, সাংস্কৃতিক
বৈভবে, রক্তমেঘ স্বেদস্রোত ভাসে, সুরভির
আকাঙ্খা আমারও মধ্যবিত্ত চিত্তে, বিপন্নবোধে
স্ফূর্তির অদম্য উৎসাহে লক্ষ সূর্য আত্মঘাতী ;
আনন্দের স্বধর্মে শূন্যের ভার—মৃত্যু নয়, প্রেম নয়,
অগাধ উত্তরণের নির্বেদে
খোলে পাখোয়াজে, সানাই কিংবা গীটারে
কোন দিগভ্রষ্ট শৈলী সুরধুনী অথবা ভাগীরথি
যাক মাঠে মাঠে—হাওয়ায় জুড়াক প্রাণ ;
তবু তোমার কঠিন প্রেমের টংকারে
আমি কি ভীত, ত্রস্ত, নিঃস্পন্দ হরিণীর হৃৎপিণ্ডে
শেষ আকাঙ্খার মতো উৎকর্ণ হব না শব্দভেদী তীরের আস্বাদে !

অদৃষ্টের স্থূল হাতে আত্মস্বরূপে আলেখ্য
নির্মোহ মহিমায়। দেহময় অজন্তা বৈভবে
বিগত হিমগিরি ভাঙুক শ্রাবণের ধারাজলে,
নির্দিষ্ট দিন-রাত্রি তোমার সুচির অন্ধকার উৎসবে
আর্যাবর্ত জুড়ে পোহাক সকাল, সন্ধ্যা, নক্ষত্র নীলাদ্রির নীলে—
তবু এড়ানো দায়, আমি তোমার উপলক্ষ্য
চাকুরে জীবনে, আপিসে, বাসে, ভীড়ে, দোকানে
রূপাজীবা সাদৃশ্য চায় নগ্ন সভ্যতায়!
রূপ কি পিপাসার সহমর্মী! মনে, আনমনে
পথ চলি, শহুরে সন্ধ্যার কিন্নবাহার
তোমার আমার প্রকৃতিতে মিল খোঁজা ভার।

ভেনাস ছ্যাখো—কী নিবিড় আলিঙ্গন!
আহা তরুণ প্রাণ, ক্ষমা দাও—করো ক্ষমা,
আপন গৌরবে বৃদ্ধি পাক,
সত্ত উজ্জীবনের চোখে প্রেমের এই দ্বৈরথ-রণ
ও কি বোঝে তাপস কুমার! উন্মনা প্রাণ বেড়াবে
শ্বেতাশ্বে চড়ে পৃথিবীর অফুরন্ত সৌন্দর্যালোকে।

নাচে, গানে, সিনেমায়, থিয়েটারে, পার্কে,
চোখ চালা-চালিতে, সমর্পণ, দীর্ঘশ্বাস কিংবা অভীপ্সায়
মাথুর কি উড়ে যাবে স্বভাবী প্রেম কিংবা হেটো প্রেমের লিপ্সায়!
তাইত হৃদয়ই ধরে প্রেমের দোহার
তোমার আমার প্রকৃতিতে মিল খোঁজা ভার।

হে প্রেম, হে নারী, হে অনন্ত বিষাদ
মুক্তি চাই, মুক্তি দাও—প্রেমহীন নিঃশর্ত মুক্তি।

দন হুয়ানের প্রেমিকাদের

হও প্রিয়া, প্রেয়সী, প্রেয় কিংবা পরকীয়া, ভোগ্যা
অথবা কোন দ্যুতি সর্বস্ব তনুতে যশের মতো ঋদ্ধ
কিংবা শেষ দেখা দ্বীপে দূর বনশ্রীর মতো বিস্ময়—
সে চৈতন্যে বধীর, ক্রূর, অপ্রাকৃত ঘোরে
আপন প্রমায়, মুগ্ধ কৌতূহলে
গন্ধে ভরা বাতাসের মতো দিয়ে যাবে আলিঙ্গন—
যাতে তোমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে হ'তে পারো
প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রেমে বলীয়ান।

স্থান-কাল অনিত্য, প্রেমে আরও অগ্রসর
যেমন নির্জনতা নেয় অন্ধকার, সমুদ্র আকাশ,
তেম্নি তোমাদের নগ্নতায় দন হুয়ান বিশাল—
ভ্রান্ত ধারণা : কুমারী তো নও যাতে সে
আশ্লিষ্ট হবে দেহের ধনুতে !
আর অবশেষে যখন মধুর সঙ্গহীনতা
তোমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয় নিঃসঙ্গ উপত্যকা,
নির্জন প্রান্তর, সমুদ্রের মতো নিতল অন্ধকার—
তখন থাকে শুধু প্রত্যাদেশ, শিথিল বিকার
যার মধ্য দিয়ে সে—পুনরুত্থিত, দিয়ে যাবে হুংকার।

এলোয়ীস

অদৃষ্ট সত্ত্বেও ডেকে নাও তাকে অনন্য সুন্দর
ক্ষনটিতে—যাতে সে অনুনয় নম্র, প্রাজ্ঞ
স্পন্দমান দীর্ঘ ছায়া ফেলে তোমাতে :
কারণ তুমি সেই কুসুম যা গ্রন্থিবহুল, সম্পূর্ণ।
সব বিষাদ হোক দূরীভূত, ছুঁড়ে দাও নিঃসঙ্গতা
বাহুডোর ভরে উঠুক স্বাধীন রাত্রির স্বপ্নে—
আর আকাশে তোমার ক্ষণকালীন নৃত্যের
ভঙ্গিতে যখন জেগে ওঠে এক একটি নক্ষত্র,
সেই তিমিরলিপ্ত পুরুষটি ভাবে—
এই অন্ধবেগে সেও বুঝি হবে ধ্বনিময়, স্রোত !
তখন হয়ত কোন প্যাচা রাত্রির ফলটিকে আঁকড়ে ধরে
অথবা কোন দেবদূত প্রতিধ্বনি তোলে দূর পাহাড়ে,
আর মৃদু জলোচ্ছ্বাসের মতো
সৃষ্টির অঞ্জলি তোমার প্রাণে তোলে সাড়া।

আরও একবার যখন প্রেমিকটি উঠে এসে দাঁড়ালো
তুমি চিনতেই পারনি তাকে,
তার কণ্ঠ ছিল বধির চেতনা শূন্যতায় ছড়ানো
কারণ সে যে মৃত
তার মুখ অন্ধকারে ঢাকা।

["১১১০-১১৬৪। নৎরদাম গির্জের ফুলবের নামক এক পুরোহিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সতের বছর বয়সে তার চেয়ে বয়সে তেইশ বছর বড় গৃহশিক্ষক, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ্ আবেলার-এর প্রেমে পড়ে অন্তঃসত্ত্বা হন এবং পরে বিবাহ করলে ফুলবের···নিষ্ঠুরভাবে আবেলার-এর উপর প্রতিশোধ নেন। শেষ পর্যন্ত এলোয়ীস সন্ন্যাসিনী হ'য়ে মঠে প্রবেশ করেন"]

ভালোবাসা বিষয়ক

তুমি দাঁড়িয়ে আছো অশ্রুসাগরের পারে
আমি হাত তুলে নিরবধি কাল ধরে তোমাকে ডাকছি
ডাকছি অনন্তকালের ওপার থেকে
তুমি আসছ, কেবলই আসছ।

শত শত ফুল ভেঙ্গে
তারাদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ভেঙ্গে বজ্রকে বধির ক'রে
তুমি আসছ,
বর্ষার আড়ালে, কুয়াশার চাদরে মুখ ঢেকে
তুমি আসছ—
তুমি। না তোমার অশ্রু?

যতই হাত বাড়াই তোমার অশ্রু আসে তুমি আস না
নিরবধি কাল ধরে তোমাকে ডাকছি
ডাকছি অনন্তকালের ওপার থেকে
তুমি আসছ, কেবলই আসছ—
সাগরের মতো এলে, লাবণ্যের মতো এলে
আমার সমস্ত পাপ দিয়ে মুছে দেব তোমার
চোখের অশ্রু।

২২শে শ্রাবণ

If you come at night like a broken king
If you came by day not knowing what you came for
It would be the same.

T. S. Eliot "Little Gidding"

দিনগুলো কেবলই শ্রাবণমুখী, রাত বিফল
যদিও স্মৃতির পরাগে লেগে থাকে ফাগুয়ার রঙ্গ
তবু হাড়ে কাঁপে হিমেল হাওয়া, টের পাই অবিরল
বৃষ্টি ঝরে—কোথায় যে বেজে ওঠে খুশীর সারঙ্গ !

হালকা মেঘের চালে ওই যে কিশোরী কি নরম
বিষাদে ছেয়ে আছে মুখ তার ! ভিন্‌দেশী হাওয়া
এসে ডেকে নেবে তাকে—রাত্রি আর দিনে এ জনম
পদ্মপাতায় জলের মতো দ্বিধা থরো থরো, তবু খেয়া

বেয়ে আসে বাইশে শ্রাবণ—এ নয় লক্ষ তোমার
কে কোথায় ঘোরে কিসের বিকারে, আবছা তারার
আলোয় জেগে ওঠে মৃত বন্দর, নিরুদ্দিষ্ট নাবিকের
গান—তবু একটি মৃত্যু দিয়ে ঘেরা এই দিনের

মহিমা—জগত পারাবার হে তোমার গানের ভাণ্ডার
আমার জীবনে ডেকে এনেছ তুমি অনাদি অন্ধকার ।

আবিশাগ

কে ডাকে অদৃষ্টকে! তার ছিল না ধরার কিছুই,
অশ্রুতরু দিগন্তে বিলীন—শায়িত হ'লো সে আর
তার তরুণ বুকের স্পন্দনে প্রতিটি নক্ষত্র যাচ্ছিল
ভেঙ্গে ভেঙ্গে—সে অস্পষ্ট উন্মেষের মধ্যে বারবার

বাহুর আলিঙ্গনে জড়াতে চাইছিল কোন বাসরের
গন্ধ! কিন্তু যখন বুঝলো এক হিমযুগ বয়ে
চলেছে তার শরীরের কিনার দিয়ে তার সব
চেষ্টা হ'লো ব্যর্থ, পরাজিত—নিষ্ফল কান্নায় শুয়ে

যেতে লাগল সব ক'টি নৈবেদ্য উরু, নাভি, স্তন
যারা ছিল সহযোগী, যূথবদ্ধ, অভিসন্ধিময়—
আর রাজা যদিও কীর্তিমান জীবন মৃত্যুময়

অসহ্য মনে হচ্ছিল তখন সহবাস, চুম্বন
আর আবিশাগ রাজার বুকে শিকারী কুকুরের
মতো ঝুলে থেকে টেনে আনছিল এক কবরের

ইতিহাস—কাটলো দুঃস্বপ্নের রাত, মৃত্ আশ্লেষে
অনাঘ্রাতা শরীরটি বয়ে চলল জীবিতের উদ্দেশ্যে।

["রাজা দায়ূদ যখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হ'য়ে পড়লেন তখন, বহু বস্ত্রেও তাঁর শীত-নিবারণ হচ্ছে না দেখে, আবিশাগ-নাম্নী এক সুন্দরী শূনেমীয় কুমারীকে তাঁর সেবার জন্য নিয়ে আসা হলো। রাজাকে উষ্ণ করার জন্য আবিশাগ তাঁর বুকের উপর শুয়ে পড়লো, এবং নানাভাবে তাঁর পরিচর্যা করলো, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা উজ্জীবিত হলেন না, তাঁর পক্ষে সহবাস তখন অসম্ভব হ'য়ে গেছে"]

রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাকে

'আমারে করো তোমার বীণা'

গীতবিতান

আমাকে ক'রো না তোমার বীণা, বিচ্ছেদে ভরে আছে মন
যত গাই গান তবু না পাই দেখা 'হে মোর ভালবাসার ধন',
এ কোন রাত স্তব্ধতা শিয়রে বাজায়, প্রত্যেকেই শুনি হৃৎস্পন্দন
প্রত্যেকেই সংগোপনে গড়ি নিজেকেই অন্তহীন গভীর দর্পন।
আকাশে আকাশে হিমানী—মেঘে মেঘে কঠিন তপস্যা কার ?
যৌবন বাউল আহা ক্ষমা দাও, ক'রো ক্ষমা—ঝড়ের রাতে অভিসার !'
আমারত কেটে গেছে বেলা তিতির কূজন শুনে শুনে
কেন যাব তবে আর পাতী অরণ্যে ?
এইখানে চেয়ে দেখি পৃথিবীর মেরুণ আকাশে
শকুন্তক্রান্তিরকলরোল বিমুক্ত মননে মিশে,
যত গাঁথি মালা ভেঙ্গে যায় মিলন
আমাকে ক'রো না তোমার বীণা বিচ্ছেদে ভরে আছে মন !

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঃ ৬

আরো একবার আমি তোমাকে স্মরণ করি ঃ যে তুমি আমার
হৃদয়ে অফুরন্ত গোলাপ, বস্তুত শীতাতিক্রান্ত
অভিমানী অথবা একগুঁয়ে চলে অভিযান—গ্রীষ্ম, বর্ষার
বাংলার মাটিতে জীবন অতিষ্ঠ—আজও তোমার এত গান !

প্রান্তরে কুঁড়ে ঘর, শাখা, সৈকত—বৈশাখী বিস্তৃত
কোন খেয়ালে, সুদূরের মিতা ওগো মিতা আপন
বৈভবে নিঃসীম নীরবতায় রবে বাঁধা নিঃসঙ্গে প্রকৃতিস্থ !
দেবদূত কেমন মন্থর ! নক্ষত্রে নিহিত আদিম বন্যার

বেগ যদি ভেঙ্গে যায় ঘুম তার, কোমল ঘুম—তোমার বীণা
স্পন্দিত সঙ্গতে উধাও উর্মিল নীলিমায় হয়ে ওঠে উর্বী,
উড়ন্ত তারায় তারায় অপ্রাকৃত ঘোরে কাজরী

হৃদয়ে বুঝি তুমি বাঁশরী, চির সখা ছেড় না মোরে ছেড় না
জীবন অমরত নয়, 'রূপ-নারাণের' কূলে কূলে পৃথিবী
নাস্তিক্যে ঘনায়, জীবনেরই শোভা দেখে দেখে আহা বাঁচি-মরি !

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঃ ৭

'আমি বনে গিয়েছিলাম কারণ, আমি বাঁচার মত বাঁচতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম জীবনের যা কিছু মূল সত্য তাদের মুখোমুখি হতে, দেখতে চেয়েছিলাম জীবনের যা কিছু শেখবার আছে তা শিখতে পারি কিনা যাতে মরণ যখন আসবে তখন যেন আবিষ্কার করতে না হয় যে আমি আদৌ বাঁচিনি।'

হেন্‌রি ডেভিড থোরো

তুমিও প্রাকৃত প্রব্রজ্যায় ঃ এ বিষাদ তোমারও চেনা
গাছে গাছ সাবলীল—শাখায়, পাতায়, শিকড়ে
প্রাণ বেঁধে, প্রাণ খুঁড়ে জীবন বয়ে যায়।
মৃত্তিকাই ভালোবাসো, অরণ্যের দাপট—প্রাণ, মন ভরো—
তবু অরণ্যই শ্রেয় মানো
কারণ অরণ্যে নেই সংসার, স্বজন, বিবাহের উল্লাস।

পাতা ঝরে, ঝরে যায়—অরণ্যেই হাহাকার
আবার যা ফিরে আসে পল্লব সম্ভারে কাঁপায় বন
জেনে নাও অরণ্য নিষ্ফল নয়।

নাচে শিখী, কেকা—আহা কী সুখে কপোত-কপোতী !
আর আমরা মাঝে মাঝে শুনি সেখানে কাঠুরিয়ার গান,
নাকি আমরা সব কাঠুরিয়া ! আমাদের এই হৃদয় !
তোমার সূর্য ঘিরে অরণ্যের বিস্ময়—নাচে শিখি
কারণ অরণ্যে নেই কোন নর্তকী, অভিনেতা, মানবী গায়কী।

আমরা নাগরিক—এখানে পাখি নেই, ফুল নেই
অন্তর্গত নৈসর্গিক স্রোত রুদ্ধ,

মাঝে মাঝে ফুল নিয়ে এসে সাজাই সংসারে
আমরা দেখি ভিড়, উল্লাস, ব্যর্থ উত্তম, আর বুঝি চোখের ইসারা,
আমাদের সৌন্দর্য জুড়ে হনন যজ্ঞ—
নিসর্গ ছেড়ে পালায় বাঘ, ভল্লুক, জন্তু-জানোয়ার—
গুরুদেব, তুমি না হ'লে কে ফেরাবে তাদের ?

তুমি বোঝ অরণ্যের সভ্যতা।
গাছে গাছে ফুলের হরিয়াল, দোয়েলের নির্ঝর, বাড়বা
আর শোন মর্মর—শোন, চৈতন্যে গড়ে তোলো বৃক্ষ শ্রুতিময়,
তারই কূলে কূলে তোমার সাম্রাজ্য বেয়ে ওঠে
তুমিই সকল আলোর আঁধার
এক আকাশে অসংখ্য তারায়—
"আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

হে নিষাদ হৃদয়—গান শোনো, প্রাকৃতিক গান—
প্রাণ-মন ভরো।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি : ৮

'এই পৃথিবীর উপর আমার একটা আন্তরিক আত্মীয় বৎসলতার ভাব আছে…'।

ছিন্নপত্র

আর সব মুক্ত, তুমি ইন্দ্রিয়াধীন—আকাশে, বনান্তে, সূর্যাস্তে
নিত্যই তোমার বিবাহ। আমরা খুঁজি আকাঙ্ক্ষার পাদপীঠ।
গান শুনি—প্রকৃতি, পূজা, প্রেম, বিচিত্র শ্রবণ শ্রান্তিতে
তবু তৃপ্তি নেই—সুরে, বেসুরে আমরা গড়ি আর এক জগত মনে

অবসন্ন এই শীত রাত, রাত্রির কেশে কেশে বিলীয়মান নক্ষত্র
আর তার রশ্মি থেকে ঝরে পড়ে নশ্বরতা
যা পায় কুঁয়ো, সাঁকো, স্তম্ভ, মিনার, বিদীর্ণ মাটি—
শূন্য বনতল, তবু বাতাস বন্দনা মুখর
হে বীণার দেবতা
তোমার কান্তার দূত আজও প্রতিধ্বনিত পাহাড়ে, গুহায়!

আর যা আছে শূন্য অলক্ষ্য পানে—তোমাতেই বধির,
প্রচুর, হয় অগণন। এই পায়ে চলা পৃথিবী
হরেক ফুলে, ফলে পাখির ভিড়ে সে কোন
অভিমানী তুষ্ণীভাব তুলারু অথবা যেভাবে
তোমার কাব্য বিচিত্রায় বৈদেহীর নাচ—সেইসব
আজও প্রবহমান—হয়ে যায় গতি—ঘোরে বৃত্ত
পদ্মা, মেঘনা, শিকড়ে শিকড়ে বন্যায় নটমল্লারে
উল্লম্ফ—প্রলুন বাংলার ক্ষেত অথৈ জলে, মৃগ তৃষ্ণিকা।

ছিল বসন্ত তোমার অভাবগ্রস্থ
অনেক কুঁড়ি ছিল তোমার অনুভূতির অপেক্ষায়,
পৃথিবীর যেখানে উঠেছিল যত ধ্বনি যদিও তোমার
'বীণার তারে' ধরা দিয়ে ছিল তখনই (সব খানি নয়)
আর পাহাড়, বৃক্ষ, দেবদূত ছিল প্রতিধ্বনিময়—
তুমিই ঘটালে সামঞ্জস্য বীণা আর বজ্রে,
রবীন্দ্রের এই সম্পন্ন পৃথিবী—
আজ দেখি চারদিকেই 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড'।

অপেক্ষা

আমি প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছি বাহিরে কিছু ঘটবে
অথচ কিছুই ঘটছে না।
জীবন আর মৃত্যুকে পায়ে পায়ে মাড়িয়ে চলেছে ওরা কারা ?
শত শত কণ্ঠে রাত্রিকে বধির ক'রে ওরা কারা কাঁদছে ?
অগ্রাহণ বাতাসে ধানের গন্ধ আর যেন
কাদের হাহাকার !
তবু রাত্রি ভোর হয়, জাগরণে দেখি দিনের বিস্ময়—
একি দিন, না অনন্ত রাত্রির কশাঘাত !
আমি প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছি বাহিরে কিছু ঘটবে
অথচ কিছুই ঘটছে না।

দ্যা ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দি সী

দিনের আলোয় যেমন আসে পাখির ঝাঁক
তেমনি ভোর এলো, সমুদ্র বিস্ফারিত হ'লো, আর বৃদ্ধ
সান্তিয়াগো দীর্ঘ দিন ব্যর্থ ব'লে পাল তুলে চলল
মহাসমুদ্রে। ঠাণ্ডা হাওয়া তার দাঁড়ি আর
আলখাল্লার ভেতর তুলল তুফান,
দূর সমুদ্রের বুক চিরে লাল সূর্য
উঠতে দেখে নৌকো ঠেলে চলে এলো সে অনেক দূর
উত্তরে, যেখানে শূন্যতা শূন্যময়তায় ছড়ানো—
প্রাণের চিহ্ন নেই, দিগন্তে চোখে পড়ে না কোন পাখি
না কৃত্রিম পাখি, মানে এরোপ্লেন।

খরতর রৌদ্র তাকে ঘিরে ফেলেছে এখন
যেমন একদল কুকুর ভাগ্যাহত হরিণকে,
যেমন এক ঝাঁক পাখি দিনের আলোয় প্যাঁচাকে
আর অশুভ ভাবনার মতো আকাশের এক কোণে
একরাশ কালো কিউমিউলাস এবং সাইরাস মেঘ উঠতে দেখে
সে ভাবে বৃষ্টি এখন বহুদিন বাকী।
নীল জলে চার-চারটে বঁড়শী তার
যেমন নরম খাবার ভেতর শিকারী বেড়ালের নখ,
আর মৃদু হাওয়ায় ফাতনাগুলো কাঁপছে চেতনার মতো।

আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে বিবর্ণ পাণ্ডুর রং
বাতাস কানে কানে বলছে 'ফিরে চল'
হতাশায় ক্লিষ্ট হয়ে বুড়ো ভাবলো পাল তুলবে—
আর এমন সময় তার ভাগ্য তাকে ইঙ্গিত করলো।

সকাল এলো যেমন অগাধ প্রত্যাশায় ভরা কোন
বিষণ্ণ মুখ, আর শিকারে অভ্যস্থ ব'লে সারারাত্রি অনিদ্রা
সত্ত্বেও সে ক্রমাগত সুতো ছেড়েই চলেছে—
চোখে উদ্বেগ, মনে অহংকার
আর জলের ভেতর মহাপরাক্রান্ত শিকার।

একটি ছোট্ট পাখি এলো—বসল দাঁড়ে,
বুড়ো মনে মনে বন্ধুত্বতা করলো,
ভাবল যোগ্য সঙ্গী,
কী অসীম সাহস তার ওইটুকু ডানায়!
কতদূর থেকে এসেছে সে!
সেখানে কী এখন ঝড়-বৃষ্টি!
নাকি ম্যানেলিনের উৎকণ্ঠা নিয়ে
দেখতে এসেছে তার অবস্থাটা। বুড়ো হাসল।

ধীরে ধীরে পরিচিত নক্ষত্রগুলো
তার চোখের উপর ভেসে উঠল; কালপুরুষ দেখে ভাবে
সেটা কোন দিক, ম্যানেলিনের কথা মনে হতেই
তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল ঘরে ফেরার জন্যে
কিন্তু এখনও যে শিকারটি তার অনায়াত্বে!

ভোর হতেই পরাজিত শিকারটিকে দেখতে পেল সে
চিৎকার ক'রে উঠল—'এসো
হে মহামান্য মহামৎস্য টাইবুরান
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সফলতা,'
অমনি আবার তলিয়ে গেল সে অতল জলে!
তারপর বেলা যখন দ্বিপ্রহর—আবার সে ঘুরে ঘুরে
চক্কর দিতে লাগল নৌকাটিকে, যেন বুড়োর
অনুনয় ভিক্ষে করছে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল বুড়ো
তার হাত কাঁপছিল, মাথা ঘোরাচ্ছিল,
চোখে মুখে ক্লিষ্ট বিষাদের ছায়া,
সে শুধু তার শিকারটিকে দেখতে পাচ্ছিল আর
দেখতে পাচ্ছিল না কিছুই,
নির্ভুল ভাবে বর্শা ছুঁড়ল সে—
রক্তে লাল, টাইবুরানের রক্তে লাল নদী
মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে সমাহিত হ'লো।

প্রায় বিজয়ীর গর্বে মাছটিকে টেনে নিয়ে চলল
সে তীরের উদ্দেশ্যে,
হঠাৎ দেখল কালো কালো সৈনিকের মতো
কারা যেন ঘিরে ফেলেছে তাকে,
সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।
এলো পালে পালে ম্যাকো ও গ্যালানো হাঙ্গরেরা
মহাসমারোহে ভোজ বসাল তারা তার শিকারটির উপর,
বুড়ো যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ করল তাদের—
তার বল্লম ভেঙ্গে গেল, ছুরি ভেঙ্গে গেল, দাঁড় ভেঙ্গে গেল—
অবশেষে ভাঙ্গা হালে দাঁড় টেনে তীরে ভিড়ল যখন
তার চোখ ফেটে জল আসছিল,
কারণ সে আর তাকাতে পারছিল না
তার শিকারটির দিকে।